দৈনিক সংবাদ

JUL 27 2002

স্বাধীনতার ৩১ বছর

ঢা.বিতে প্রণীত হয়নি প্রক্টরিয়াল আইন

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ স্বাধীনতার ৩১ বছরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি যুগোপযোগী প্রক্টোরিয়াল আইন প্রণীত হয়নি। বর্তমান প্রক্টোরিয়াল আইনে এমন কিছু নিয়ম আছে যা বর্তমান বাস্তবতায় রীতিমতো হাস্যকর, অগণতান্ত্রিক, যুগোপযোগী নয় এবং অকার্যকর। ফলে প্রক্টোরিয়াল বিধির অনেক নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করতে পারছে না বা ছাত্রছাত্রীরাও পালন করছে না। প্রক্টোরিয়াল আইনের সংশোধনী বিষয়ে বাস্তবসম্মত প্রস্তাব তুলে ধরতে ১৯৯৯ সালে একটি কমিটিও গঠন করা হয়; কিন্তু কমিটি গঠনের ৩ বছরেও ওই কমিটির কাজের কোন অগ্রগতি হয়নি।

এদিকে মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক জরুরি সভায় কর্তৃপক্ষ প্রক্টোরিয়াল আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ক্লাস চলাকালীন ক্যাম্পাসে মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। ছাত্র সংগঠনগুলো এ ব্যাপারে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বজায় রেখে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রক্টোরিয়াল আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল সিস্টেমে ছাত্রদের জন্য ৩৪টি ধারা এবং ১৬টি উপধারা রয়েছে। ছাত্রীদের জন্য রয়েছে ১১টি ধারা ও ৪টি উপধারা। ধারা (৫) ঃ বিধি ৪-এ বলা হয়েছে, স্বীকৃত সংগঠনগুলো ছাড়া কোন ক্লাব অথবা ছাত্র সংগঠন বা ছাত্রসমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠন করা যাবে না। অথচ এ প্রক্টোরিয়াল বিধি উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অহরহ সংগঠন, ক্লাব গঠন করা হচ্ছে। এ ধারায় আরও বলা হয়েছে, প্রক্টোরের অনুমতি ছাড়া ক্লাস চলাকালীন ক্যাম্পাসে কেউ কোন পার্টি, বিনোদন অনুষ্ঠান করতে পারবে না। কোন বাদ্যযন্ত্র বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করা যাবে না। এসব নিয়ম বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, বিভাগ ও হলের ছাত্ররা প্রতিনিয়ত ভাঙছে। ধারা (৭) এ বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদের স্বীকৃত ইউনিয়ন (ডাকসু, হল ছাত্র সংসদ) আয়োজিত সভা ছাড়া অন্য সকল ধরনের সভা বা অনুষ্ঠান করা যাবে না। এ মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১২টি ছাত্র সংগঠন রয়েছে। যারা প্রক্টোরিয়াল আইনের তোয়াক্কা না করে প্রতিদিনই সভা-সমাবেশ-মিছিলের আয়োজন করছে। প্রক্টোরিয়াল আইনের ৬নং ধারায় ক্যাম্পাসে ধর্মঘট আহ্বান করা, ধর্মঘটে যোগ দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু এ আইনটিকে কোন সময়ই মানে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলো।

বিধিতে আবাসিক ছাত্রদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা শীতকালে ভোর ৬টা থেকে রাত ৯টা এবং গ্রীষ্মকালে সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত হলের বাইরে থাকতে পারবে। এ সময়ের পর হলের গেট বন্ধ করে দেয়ার বিধান রয়েছে। অথচ সব হলগেটই সারারাত খোলা থাকছে এবং ছাত্ররা গভীর রাতে যখন খুশি হলের বাইরে যাচ্ছে বা আসছে। গেট বন্ধ হওয়ার পরপরই আবাসিক শিক্ষকরা ছাত্রদের নাম ডাকার জন্য কক্ষে যাবেন। নাম ডাকা তো দূরের কথা, শিক্ষকরা বছরের কোন সময়ই কক্ষ পরিদর্শন করেন না বলে ছাত্ররা জানায়।

বলা হয়েছে, ছাত্ররা প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে টাকা পরিশোধ করে হল ডাইনিংএ খাবার গ্রহণ করবে। ডাইনিং-এর টাকা বাকি থাকলে ১০ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিনের জন্য ৬ পয়সা এবং ২০ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত ১২ পয়সা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ডাইনিং বলেই কিছুই নেই। ৩ বছর আগে সব হলে ডাইনিংয়ের পরিবর্তে ছাত্রচালিত মেস চালু হয়েছে; কিন্তু আইনটি এখনও রয়েছে। বিধি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় হলের আবাসিক ছাত্রীরা শুধু বাবা-মা, ভাই-বোনের সঙ্গে দেখা করতে পারবে। অথবা আত্মীয়দের লিখিত অনুমতি নিয়ে অন্য কেউ ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে। নিয়মিত সাক্ষাৎকারী হিসেবে হল কর্তৃপক্ষের কাছে ৪ জনের বেশি নাম জমা দেয়া যাবে না। বিবাহিত কোন ছাত্রী আবাসিক হতে পারবে না। কোন আবাসিক ছাত্রীর বিয়ে হলে শিক্ষাবর্ষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার বিশেষ অনুমতি নিয়ে হলে থাকতে হবে। এছাড়া হলে ফেরা, থাকা সম্পর্কে অনেকগুলো নিয়ম রয়েছে যেগুলো ছাত্রছাত্রীরা কখনই মানে না এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের মানতে বাধ্যও করতে পারছেন না।

এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন ও অত্যাধুনিক মাত্রার সশস্ত্র সন্ত্রাস, হত্যা ও চাঁদাবাজি। এগুলোর বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে তা প্রক্টোরিয়াল আইনে উল্লেখ নেই। তবে সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিন ভাঙার বিরুদ্ধে শাস্তির কথা উল্লেখ থাকলেও সেগুলো কার্যকর করার সাহস ও ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ দেখান না।

প্রক্টোরিয়াল আইন পরিবর্তনের বাস্তব অবস্থা বহু আগে তৈরি হলেও কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রক্টোরিয়াল আইনের সংশোধনী বিষয়ে বাস্তবসম্মত প্রস্তাব তুলে ধরতে একটি কমিটি করা হয়। ওই কমিটির সদস্য সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক নূর-উন নবীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে কাজ শুরু করা হলেও প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে উদাসীনতার জন্য কাজ এগোয়নি। ওই কমিটির আরেক সদস্য সহকারী প্রক্টর সাইফুল ইসলাম বলেন, কমিটি হওয়ার পর রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কাজ থেমে যায়। কমিটিতে আর কারা ছিল জানতে চাইলে তিনি বলেন, অনেক দিন আগের কথা, তাই কারও নাম মনে নেই।

প্রক্টোরিয়াল আইনের সংশোধনের ব্যাপারে ছাত্রলীগ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি বলেন, আমরা প্রগতিশীল, যুগোপযোগী ও গণতান্ত্রিক প্রক্টোরিয়াল আইন চাই। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন বলেন, অবিলম্বে এ আইনের পরিবর্তন দরকার। ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি শরিফুজ্জামান শরিফও সময়োপযোগী একটি আইন প্রণয়নের কথা বলেন। এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি।